অপর মামলা নং ১৩৮/২০২১

**উপস্থিত ঃ-** **মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,**
**সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম**

আদেশ নং- ৮৮

তারিখ- ২৭/০৯/ ২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ আরজি বর্নিত তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব ও দখল স্থিরতরের ডিক্রীর প্রার্থনায় ১-১৬ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন।

বাদীর আরজির মূল বক্তব্য এই, আর এস ১১৬৩২ দাগের ৭৮ শতক সম্পত্তি রমজান আলীর ছিল। রমজান আলী উক্ত সম্পত্তি ১৯২৭ ইং সনে আবদুল সমদের নিকট বিক্রয় করেন। আবদুল সমন পুনরায় উক্ত ভুমি ১৯২৯ ইং সনে ব্রজমোহন ও বিপিন চন্দ্র বরাবর হস্তান্তর করেন। তৎপর ব্রজমোহন ৭/৫/১৯৪৭ ইং তারিখে ৩০৪৫ নং কবলামুলে ৪০ শতক ভুমি কবির আহম্মদ চৌধুরী বরাবর বিক্রয় করেন। কবির আহম্মদ উক্ত ভুমি ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ ইং সনে দুই কবলায় মোহসেনা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। তার নামে পিএস খতিয়ান হয়। মোহসেনা খাতুন উক্ত সম্পত্তি তাহার পুত্র বাদীকে অছিয়ত করে যান এবং মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র বাদী ও ১৬ নং বিবাদীকে ওয়ারীশ রেখে যান। ১৬ নং বিবাদীর তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল নেই।

বাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো নালিশী দাগের ৩৮ শতক ভুমি আনন্দ মোহন হতে হাফেজ আহমদ প্রাপ্ত হয়ে দখলে ছিল। তার নামে পি এস হয়। নালিশী দাগের ৪৯ শতক ভুমি পি এ পি সড়কের জন্য এল এ মামলা নং ১৮৮(৯)৬৬-৬৭ মোকদ্দমা মূলে অধিগ্রহন হয়। হাফেজ আহম্মদ এর ৩৮ শতক সম্পূর্ন ভুমি অধিগ্রহন হয়। অপরদিকে মহসিনা খাতুনের ১১ শতক ভুমি অধিগ্রহন হয়। হাফেজ আহম্মদ দুই কিস্তিতে ক্ষতিপূরনের টাকা গ্রহন করে। অন্যদিকে ১১ শতকের ক্ষতিপূরনের টাকা বাদীর মাতা গ্রহন করে। হাফেজ আহম্মদের উক্ত দাগে আর কোন স্বত্ব দখল নেই। হাফেজ আহম্মদ ২২/০২/১৯৭১ ইং তারিখে নাদাবিপত্র সম্পাদন করে দেন। বি এস জরিপ আমলে ১১৬৩২ দাগ সামিল বি এস ১৫৩০৭ নং দাগে অধিগ্রহন বাদে ২৯ শতক অবশিষ্ট থাকলেও ৩৮ শতক ভুমি আছে মর্মে লিপি হয়। হাফেজ আহম্মদ মরনে ১-৪ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ২২/১১/৮৮ ইং তারিখে উভয়পক্ষের মধ্যে শালিসি রোয়েদাদ হয় যা উভয়পক্ষ মেনে নেন। বিবাদীপক্ষ ভুল বি এস খতিয়ানের অনুবলে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব দখল অস্বীকার করায় বাদী অত্র মামলা দায়ের করেন।

১-১৬ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি করা হলেও শুধুমাত্র ১-৪ নং বিবাদী অত্র মামলায় জবাব দাখিল পূর্বক প্রতিযোগিতা করেছেন। অপরাপর বিবাদীগণ অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। মামলাটি অধিকতর শুনানী পর্যায়ে থাকাবস্থায় বিগত ২৫/০১/২০২৩ ইং তারিখে বিবাদীপক্ষ কর্তৃক বাদীপক্ষের সাক্ষীকে জেরা করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

বাদীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানার্থে ০১ জন সাক্ষী এ কে এম শহিদুল ইসলাম কে P.W.-1 হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে যেসকল কাগজাদি দাখিল করেছে সেগুলো প্রদর্শনী ১-৯ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের সাক্ষীকে জেরা না করায় বাদীর আরজি বক্তব্য ও বাদীপক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ২৭২৯ নং খতিয়ানের ১১৬৩২ দাগ তৎ সামিল বি এস ২৭৭৭ নং খতিয়ানের বি এস ১৫৩০৭ দাগের ২৯ শতক ভুমিতে স্বত্ব দাবি করেছেন। বাদীপক্ষের দাখিলী আর এস ২৭২৯ নং খতিয়ানের সি.সি (প্রদর্শনী-১) হতে প্রতীয়মান হয়, নালিশী আর এস ১১৬৩২ নং দাগের ৭৮ শতক ভুমির মালিক রমজান আলী ছিল। প্রদর্শনী-৮ প্রকাশমতে রমজান আলী উক্ত ৭৮ শতক ভুমি ২৮/০২/১৯২৭ ইং তারিখে আবদুল ছমদ এর নিকট বিক্রয় করেন। প্রদর্শনী -৯ হতে দেখা যায় আবদুল ছমদ উক্ত সম্পত্তি পুনরায় ২৯/০৫/১৯২৯ ইং সনে ব্রজমোহন নাথ ও বিপিন চন্দ্র নাথ বরাবর হস্তান্তর করেন। আবার প্রদর্শনী ৪ হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত সম্পত্তি থেকে ব্রজমোহন ৪০ শতক ভুমি আবুল নছর চৌধুরী পিতা-রশিদ আহম্মদ ও লতিফা খানম, পিতা-কবির আহম্মদ চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৫ হতে দেখা যায়, কবির আহম্মদ চৌধুরী তাহার কন্যা লতিফা খানমের বেনামীতে নেওয়া ১১৬৩২ দাগের ২০ শতক ভুমি বিগত ০২/০৯/১৯৫৩ ইং তারিখে মোহসেনা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। কবির আহম্মদ চৌধুরী পুনরায় ২৩/১০/৫৪ ইং তারিখে নালিশী ১১৬৩২ দাগে ২০ শতক ভুমি উক্ত মোহসেনা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৬ হতে উহা প্রমানিত। প্রতীয়মান হয় যে উক্ত কবির আহম্মদ চৌধুরী তাহার কন্যার বেনামীতে নেওয়া ২০ শতক ভুমি হস্তান্তরের পর পুনরায় আবুল নছর এর অংশীয় ২০ শতক ভুমি উক্ত মোহসেনা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেছেন। আবুল নছরের অংশীয় ২০ শতক ভুমি হস্তান্তরে তার কোন আইনগত অধিকার ছিল না। উক্ত হস্তান্তর বে-আইনী ও অকার্যকর বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় মোহসেনা খাতুন ২০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ নালিশী দাগের সম্পত্তি অধিগ্রহনের সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমানাদি দাখিল না করলেও আরজি ও সাক্ষীর জবানবন্দি হতে প্রতীয়মান হয় নালিশী ১১৬৩২ দাগের ৭৮ শতক ভুমির মধ্যে এল এ মামলা নং ১৮৮(৯)৬৬-৬৭ মূলে ৪৯ শতক ভুমি অধিগ্রহন হয় যার মধ্যে

হাফেজ আহম্মদ ৩৮ শতক এবং বাদীর মাতা মোহসেনা খাতুন এর ১১ শতক ভূমি ছিল। উক্ত সম্পত্তি বাবদ তারা ক্ষতিপূরনের অর্থ গ্রহন করেছেন মর্মে বাদীপক্ষ স্বীকার করেছেন। বাদীগণ মোহসেনা খাতুনের খরিদা ৪০ শতক হিসাব পূর্বক অধিগ্রহনকৃত ১১ শতক বাদে অবশিষ্ট ২৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষ ২৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হবার সমর্থনে হাফেজ আহম্মদ প্রদত্ত ২২/০২/১৯৭১ ইং তারিখের একখানা অরেজেষ্ট্রিকৃত নাদাবিপত্র দলিল (প্রদর্শনী-৭) দাখিল করেছেন যা আইনত গ্রহনযোগ্য নয় বলে আমি মনে করি। অরেজিষ্ট্রিকৃত নাদাবিপত্র মূলে স্বত্ব হস্তান্তরের কোন সুযোগ নেই। যেহেতু অধিগ্রহনের পূর্বে মোহসেনা খাতুন ২০ শতকে স্বত্ববান ছিলেন, সুতরাং বাদীপক্ষ অধিগ্রহন বাদে অবশিষ্ট ৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদী তৎ পূর্ববর্তী মোহসেনা খাতুন কতেক সম্পত্তি তাকে অছিয়ত করে যান মর্মে দাবি করলেও তৎ সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণ দেখাতে পারেননি। আবার বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত ভূমিতে তাহার অপর ভ্রাতা ১৬ নং বিবাদীর কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে দাবি করলেও এরুপ দাবি আইনত গ্রহনযোগ্য নয় বলে আমি মনে করি।

প্রদর্শনী-৩ বি এস ৩৮০ নং খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীগনের পূর্ববর্তী মোহসেনা খাতুনের নামে Ú৭ (তিন আনা ৭ গন্ডা) অংশ পরিমান ভূমি রেকর্ড হয়। বাদীপক্ষ উক্ত বি এস খতিয়ান ভুল জরিপ হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। বি এস ৩৮০ খতিয়ানে নালিশী ১৫৩০৭ দাগে মোট জমি ৩৮ শতক হয়। যেহেতু বাদীগনের পূর্ববর্তী মোহসেনা খাতুন ৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান সেহেতু তাহার নামে বি এস রেকর্ড শুধু সঠিকই নয় বরং প্রাপ্য অংশের চেয়ে অতিরিক্ত রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ১১৬৩২ দাগ সামিল বি এস ১৫৩০৭ দাগে ২৯ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বার্থ ও দখল দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে বাদীগন ও ১৬ নং বিবাদী ৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল থাকার বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। এরুপ প্রেক্ষিতে বাটোয়ারা ছাড়া বাদীপক্ষকে অত্র মামলায় প্রার্থিত প্রতিকার প্রদানের সুযোগ নেই। সুতরাং অত্র মামলা খারিজযোগ্য মর্মে বিবেচ্য হয়।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব, আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-১৬ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

**(মোঃ হাসান জামান)**
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

**(মোঃ হাসান জামান)**
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম